

প্রকাশনা

তুবা পাবলিকেশন

নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।

০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ

আল ইতিহাম প্রিন্টিং প্রেস

ডাঙ্গিপাড়া, পবা, রাজশাহী, মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫১

নির্ধারিত মূল্য : ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

Sodachoron, Written By **Abdur Razzaque Bin Yousuf** and

Published by **Tuba Publication**, Nawdapara, P.O: Sapura,

Rajshahi. Mobile No: +880-1301-396836

মূর্তিপিত্ত

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	৬
ভূমিকা	৭
সদাচরণ কী?	১০
সদাচরণের গুরুত্ব	১১
সদাচরণের উপায় বা পন্থা	১৩
(ক) সদাচরণের উপায় লজ্জাশীলতা	১৩
(খ) সদাচরণের উপায় ভালোবাসা	১৫
(গ) সদাচরণের উপায় ক্ষমা	২১
➤ ক্ষমার বাস্তব দৃশ্য	২৫
(ঘ) সদাচরণের উপায় নম্রতা ও কোমলতা	৩২
সদাচরণের আরও কিছু দিক	৩৪
(১) অতিথি আপ্যায়ন করা	৩৪
➤ মেহমানদারীর বাস্তব দৃশ্য	৩৯
(২) জিহ্বাকে সংযত রাখা	৪৬
(৩) ওয়াদা পূরণ করা	৫১
(৪) সালাম বা অনুমতি প্রার্থনা	৫৩
(৫) হাসিমুখে সাক্ষাৎ ও সদাচরণ	৫৪
সদাচরণের বিপরীত দুরাচরণ	৫৫
➤ রুক্ষ স্বভাব	৫৫
➤ অহংকার	৫৬
➤ যুলম	৫৯
➤ কৃপণতা	৬৩
➤ চোগলখোরি ও পরনিন্দা	৬৬

যাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে	৬৮
পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ	৬৯
➤ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের কারণ	৭১
➤ পিতা-মাতা বিধর্মী হলেও সদাচরণ করতে হবে	৭১
➤ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের বাস্তব চিত্র	৭২
➤ পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে সন্তানের করণীয়	৭৪
➤ পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণের পরিণাম	৭৫
➤ পিতা-মাতার সেবা-যত্নের পরকালীন বিনিময় জাম্বাত	৭৬
➤ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও তার পুরস্কার	৭৮
নিকট আত্মীয় ও দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ	৮১
➤ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ফযীলত	৮২
➤ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা না করার পরিণতি	৮৩
➤ কীভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে	৮৪
ইয়াতীম-মিসকীনের সাথে সদাচরণ	৮৬
➤ ইয়াতীম-মিসকীনের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব	৮৬
➤ ইয়াতীম-মিসকীনের সাথে সদাচরণ-অসদাচরণের পুরস্কার ও তিরস্কার	৮৭
প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ	৯০
➤ প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের গুরুত্ব	৯০
➤ প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের বাস্তবতা	৯৩
➤ একজন প্রতিবেশীর ওপর অপর প্রতিবেশীর অধিকার যে কত বড় তা নিম্নোক্ত হাদীছগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়	৯৩
সহকর্মী ও মুসাফিরের সাথে সদাচরণ	৯৭
দাস-দাসী ও কাজের মানুষের সাথে সদাচরণ	১০০
➤ দাস-দাসী ও কাজের মানুষের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব	১০১
➤ দাস-দাসী ও কাজের মানুষের উপর মালিকের দায়িত্ব	১০৩

ক. শিক্ষা দেওয়া	১০৩
খ. উত্তম আচরণ করা	১০৪
➤ আল্লাহভীতি ছাড়া মালিক ও অধীন ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে সদাচরণ করা সম্ভব নয়	১০৬
➤ যথাসময়ে তাদের প্রাপ্য সঠিকভাবে দেওয়া এবং সাধ্যের বাইরে বোঝা না চাপানো	১০৮
➤ মালিকের সাথে শ্রমিকের সদাচরণ	১১০
স্ত্রীর সাথে স্বামী এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর সদাচরণ	১১১
➤ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সাথে সদাচরণ	১১১
(১) মোহর আদায় করা	১১১
(২) ভরণপোষণের দায়িত্ব আদায় করা	১১২
(৩) জীবনযাত্রা, চলাফেরায় তাদের সাথে সদাচরণ করা	১১৩
➤ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর সাথে সদাচরণ	১১৬
রোগীর সাথে সদাচরণ	১২৭
➤ সেবাদানকারীর মর্যাদা	১৩৪
➤ রোগী দেখতে যাওয়ার আদব	১৩৫
ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার সাথে সদাচরণ	১৩৭
➤ ঋণগ্রহীতার সাথে সদাচরণ	১৩৭
➤ ঋণদাতার সাথে সদাচরণ	১৩৯
অমুসলিমদের সাথে সদাচরণ	১৪২
➤ মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম বন্দীদের সাথে সদাচরণ	১৪৭
➤ মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম যিস্মীর সাথে সদাচরণ	১৫৪
পশু-পাখির সাথে সদাচরণ	১৫৬
➤ বিড়ালকে বেঁধে রাখার হাদীছ	১৫৭

প্রকাশকের কথা

আজকের বিশ্বে আধুনিকবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সহযোগিতায় যেমন ব্যাপকভাবে দাওয়াতি কাজক্রম চালিয়ে যাচ্ছি, সে তুলনায় ফিডব্যাকের মাত্রা যৎসামান্য। সেযুগে না ছিল এমন প্রযুক্তি, না ছিল এত শিক্ষা। তবে তাদের কাছে ছিল অভ্রান্ত অহীর বিধান। রাসূল হুজ্বাত-ই-আলমইন্নে ওয়াসাল্লাম এর ২৩ বছরের নবুয়াতি জীবনের সংস্পর্শে এসে কয়লা সোনা পরিণত হয়েছিল। মহানবী হুজ্বাত-ই-আলমইন্নে ওয়াসাল্লাম এর উন্নত জীবনের আকর্ষণে মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এই সমাজ বিপ্লবে সফলতার পিছনে কাজ করেছে মুসলমানদের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি। ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সততা, আমানতদারিতা, নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার সমাবেশ ঘটেছিল। আজকেও আমাদের কাছে সেই কুরআন আছে, হাদীছ আছে, নেই তার প্রকৃতরূপ ও বাস্তবায়ন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আকীদা ও আমলের জ্ঞান শিখেছি এবং সেগুলো বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ও বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি। মিথ্যাচার ও অন্যায় কাজে জাহেলি যুগকেও হার মানিয়েছি। অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ লুট করে সেই টাকায় হজ্জ করছি, দান-ছাদাকাও করছি। মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গেছে। অথচ আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু-এ আনহু কাফের অবস্থায় বাদশাহ হেরাক্লিয়াসের সামনে চিরশত্রু মুহাম্মাদ হুজ্বাত-ই-আলমইন্নে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলতে জিহ্বা আঁটকে গেছে। জাহেলি যুগে কাফেররা যা পারেনি আমরা আজ তা ডাল-ভাত বানিয়ে নিয়েছি। কি মসজিদ, কি মাদরাসা, কি ইসলামী সংগঠন, কিংবা দাওয়াতি মাঠ সর্বত্র মিথ্যাচার ও গীবত-তহমতের জয়জয়কার চলছে! এই পতন-উন্মুখ অবস্থা থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে সতর্ক ও দিকনির্দেশনা দিতেই সদাচরণ গ্রন্থের অবতারণা। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে জায়ায়ে খায়ের কামনা করছি। তিনি সকলকে সদাচরণ করার তৌফিক দান করুন – আমীন!

প্রকাশক

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

প্রশংসা সেই মহান প্রতিপালকের জন্য। যিনি তার সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়াবু ও কোমল; আর কোমলতাকে পছন্দ করেন। অতঃপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহা মানবের প্রতি, যার সমগ্র জীবনটাই ভদ্রতা, নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শত্রু-মিত্র সকলের সাথে সদাচরণের মহান চরিত্রে যিনি ছিলেন গুণাশ্রিত।

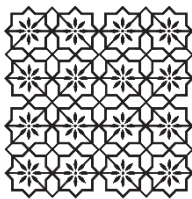
সদাচরণ ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তা এমন একটি বিষয় যা মানুষের জন্য জাহান্নাতের পথকে সুগম করে দেয়। শুধু ইসলাম নয়, বরং অন্য সব ধর্মও ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। সদাচরণের গুরুত্ব ও ফযীলত বিষয়ে আলোচনা করলে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে উক্ত বিষয়ে লিখিত কিছু হাতে পাওয়ার অনুরোধ বহুদিনের। দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের সেই আশা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বইটিতে সদাচরণ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য ও হৃদয়ে দাগ কাটার মতো হৃদয়গ্রাহী কিছু ছহীহ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। বলা চলে বইটি রাসূল হাদীস-ই
খাসা-ই
মহাসপ্তম -এর সদাচরণের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

বইটির সংকলনের কাজে একান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিণী উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান। তার জন্য আন্তরিকভাবে দু‘আ করি। আল্লাহ যেন তার কর্মতৎপরতাকে কবুল করেন এবং বিনিময়ে জাহান্নাত নছীব করেন। বইটি প্রকাশের কাজে আরও যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও আন্তরিক দু‘আ রইল। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বইটি মুদ্রণ ত্রুটি কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির উদ্দেশে নয়। সূধী পাঠক সে বিষয়ে অবগত করলে পরবর্তীতে তা সংশোধনের আশা ব্যক্ত করছি।

বইটি পাঠ করে আল্লাহ আমাদের জীবনে রাসূল হাদীস-ই
খাসা-ই
মহাসপ্তম -এর অনুপম চরিত্র বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন! হুম্মা আমীন! আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

বিনীত-
লেখক



সদাচরণ মানুষের একটি অনন্য গুণ, যার মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হয় এবং জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়। আবার এটি মানব সমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখতে এবং সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা করে। যেমন : মহান আল্লাহর বাণী,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

‘অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছিলেন, আপনি যদি কৰ্কশভাষী, কঠোর হৃদয়ের হতেন, তবে নিশ্চয় তারা আপনার সঙ্গ হতে সরে যেত। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অনন্তর, যখন আপনি সংকল্প করেন তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর করুন। আর নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালোবাসেন’ (আলে ইমরান, ৩/১৫৯)।

এই আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো :

(ক) মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে নম্র স্বভাবের সদাচরণকারী হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি যদি নম্র স্বভাবের কোমলভাষী বা সদাচরণকারী না হতেন, তাহলে মানুষ আপনার নিকট হতে দূরে সরে যেত। আর মানুষ যখন তাদের নেতার সঙ্গ ত্যাগ করে, তখন নেতার নেতৃত্ব শেষ হয়ে যায়। ফলে, তাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয়।

(খ) মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে নেতা করে পাঠিয়েছেন এবং একজন যোগ্য নেতা হওয়ার জন্য কোমলভাষী, নম্র স্বভাব, ক্ষমাশীল হওয়া অতীব জরুরী। সে জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নেতা হওয়ার জন্য যে সমস্ত গুণাবলির প্রয়োজন তার অন্যতম হলো ক্ষমাশীল হওয়া। নেতার সঙ্গী-সাথী ভুল করতে পারে, তাদের কোনো বিষয়ে ভুল হয়ে গেলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে।

(গ) সঙ্গী-সাথীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সেটা ইহকালীন হোক বা পরকালীন হোক। সঙ্গী-সাথী ভুলবশত নেতার নিকট কোনো ভুল করলে তাকে ক্ষমা করা আর যদি অন্যের নিকট ভুল করে বা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানতে গিয়ে ভুল করে, তাহলে একজন উত্তম নেতার কাজ হবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(ঘ) একজন আদর্শ নেতা হওয়ার জন্য যে গুণটি থাকা প্রয়োজন তা হলো পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন, যখন কোনো কাজ করবেন তখন সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করবেন। তারা কোনো ভালো কাজের পরামর্শ দিলে তাদের পরামর্শও গ্রহণ করতে হবে। রাসূল ﷺ গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ করেছেন এবং পরামর্শ গ্রহণও করেছেন।

(ঙ) একজন নেতার জন্য সর্বদা আবশ্যিক আল্লাহর উপর ভরসা করা। কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নিলে সে ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। আর আল্লাহ তাঁর উপর ভরসাকারীকে ভালোবাসেন।

সদাচরণের উপায় বা পন্থা

- (ক) লজ্জা
- (খ) ভালোবাসা
- (গ) ক্ষমা
- (ঘ) নম্রতা ও কোমলতা।

(ক) সদাচরণের উপায় লজ্জাশীলতা : সদাচরণ অবলম্বন করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন লজ্জাশীলতা। লজ্জা ছাড়া সদাচরণ করা যায় না। কারণ যখন কোনো লোকের লজ্জা থাকে না, তখন সে দুরাচরণ করলেই কী আর সদাচরণ করলেই কী! তাই যার লজ্জা নেই সে সদাচরণ করতে পারে না। নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর বাণী,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ».

ইবনু উমার রাযিযালাহু-কু-আনহু বলেন, যখন রাসূল ﷺ এক আনছারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে তার ভাইকে লজ্জা করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। এ সময় রাসূল ﷺ বললেন, ‘তাকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা হলো ঈমানের অংশ’ (হহীহ বুখারী, হা/২৪; আবু দাউদ, হা/৪৭৯৫; মিশকাত, হা/৫০৭০)।

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ». وَفِي رِوَايَةٍ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ».

ইমরান ইবনু হুছায়ন রাযিযালাহু-কু-আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘লজ্জা কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসে না’। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ‘লজ্জার সবকিছুই কল্যাণ’ (হহীহ বুখারী, হা/৬১১৭; হহীহ মুসলিম, হা/৩৭; মিশকাত, হা/৫০৭১)।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الثُّبُورَةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».

ইবনু মাসউদ রূনিন্দায়া-ক
'আনহু বলেন, রাসূল হাদীস-ক
'আলহিছে
তহাদীস বলেছেন, ‘পূর্ববর্তী নবীগণ হতে লোকেরা যা পেয়েছে এবং আজও যা বিদ্যমান তা হলো, যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে’ (হুহীহ বুখারী, হা/৬১২০; আবু দাউদ, হা/৪৭৯৭; মিশকাত, হা/৫০৭২)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ الْتَقْوَى هَهُنَا». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.

আবু হুরায়রা রূনিন্দায়া-ক
'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হাদীস-ক
'আলহিছে
তহাদীস বলেছেন, ‘এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর কোনো যুলম করবে না, অপমান করবে না, তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তাক্বওয়া এখানে’ বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে তিনবার ইশারা করলেন। কোনো মানুষ খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইকে ছোট মনে করবে। এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জান, মাল ও সম্মান হারাম (হুহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪; মিশকাত, হা/৪৯৫৯)।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَأْنُهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ».

আনাস রূনিন্দায়া-ক
'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হাদীস-ক
'আলহিছে
তহাদীস বলেছেন, ‘নির্লজ্জতা কোনো জিনিসের মধ্যে থাকলে তা তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে আর লাজুকতা কোনো জিনিসের মধ্যে থাকলে তা তার শ্রী বৃদ্ধি করে’ (ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮৫; তিরমিযী, হা/১৯৭৪; মিশকাত, হা/৪৮৫৪)।

অপর বর্ণনায় রাসূল হাদীস-ক
'আলহিছে
তহাদীস বলেন,

يَا عَائِشَةُ «لَوْ كَانَ الْحَيَاءُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَوْ كَانَ الْفُحْشُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا سَوًّا».

‘হে আয়েশা! যদি কোনো লোক লজ্জাশীল হয়, তাহলে সে হবে সৎ ব্যক্তি। আর যদি লজ্জাহীন হয়, তাহলে নিশ্চয় সে হবে নিকৃষ্ট লোক’ (মাকারিমুল আখলাক, হা/৮৯; আল-মু’জামুল আওসাত্ হা/৪৭১৮)।

সদাচরণের আরও কিছু দিক

- (১) অতিথি আপ্যায়ন করা,
- (২) জিহ্বাকে সংযত রাখা,
- (৩) ওয়াদা পূরণ করা,
- (৪) সালাম বা অনুমতি প্রার্থনা,
- (৫) হাসিমুখে সাক্ষাৎ ও সদাচরণ।

(১) অতিথি আপ্যায়ন করা :

অতিথি আপ্যায়ন বা মেহমানদারী করাও একটি সদাচরণ। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ কারণে-অকারণে আত্মীয়, নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, পথিক-মুসাফির একে অপরের বাড়িতে যাতায়াত করতে পারে। সেইক্ষেত্রে একে অপরের মেহমানদারী বা অতিথি আপ্যায়ন করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَبَتِيئًا وَأَسِيرًا- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا- إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا- فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا - وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا- مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾

অর্থ : ‘তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। আর তারা বলে, আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো শোকারও না। আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর ভীতিপ্রদ দিবসের ভয় করি। সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা। আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে